ভারতীয় আর্য ভাষা: যুগ বিভাজন, যুগগত নাম ও সাহিত্য নিদর্শন

উপস্থাপক

এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

ভারতীয় আর্য ভাষা

মূল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাভাষী আর্য জাতি দুটি শাখায় বিভাজিত হয়ে একটি প্রবেশ করে ইরান পারস্যে অন্যটি ভারতবর্ষে। যে শাখা ইরান পারস্যে প্রবেশ করে তার নাম হয় ইন্দো-ইরানীয় ভাষা ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করা শাখাটির নাম হয় ভারতীয় আর্য ভাষা। ইন্দো-ইরানীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় পারশিকদের ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা'য়। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আর্য ভাষা ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করে এবং সেখান থেকে নানা স্তর অতিক্রম করে বর্তমান দিনেও এই ভাষা বজায় রয়েছে।

যুগ বিভাজন

ভারতীয় আর্যভাষা সময়কাল অনুসারে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয়।

- প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা
- মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা
- নব্য ভারতীয় আর্যভাষা।

সময়কাল

- প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত)

- মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)

- নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (আনুমানিক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)

যুগগত নাম

- প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা-- বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা।
- মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা-- প্রাকৃত ভাষা, পালি ভাষা, ক্লাসিক্যাল বা লৌকিক সংস্কৃত ভাষা।
- নব্য ভারতীয় আর্যভাষা– বাংলা, হিন্দি, অবধি, মারাথি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি।

নিদর্শন

- প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা– বেদ, মূলত ঋকবেদের সংহিতা(মন্ত্র) অংশ।
- মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা-- অশোকের শিলালিপি, সংস্কৃত নাটকে নারী ও নিম্ন শ্রেণীর পুরুষ চরিত্রের সংলাপ, প্রাকৃতে ও পালি ভাষায় রচিত যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, প্রাকৃতে রচিত মহকাব্য, সাহিত্য গ্রন্থ, কালিদাস প্রমূখ সাহিত্যিকদের সংস্কৃত কাব্য ও নাটক সমূহ।
- নব্য ভারতীয় আর্যভাষা-- আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষা ও সাহিত্য।

ধন্যবাদ